[redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় নিয়েছে বর্তমান সরকার। অথচ সরকারের এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে নিয়োজিতদের অবহেলায় অনেক শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

গাংনী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, তার বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৫৮জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের মধ্যে ২৯জন শিক্ষার্থী এবছর উপবৃত্তির টাকা পায়নি। বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও কোন সুরাহা মেলেনি। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাইম, আলজারির, রাধিকা জানায়, তাদের সহকর্মীরা অনেকেই উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে। আমরা আজও পাইনি। স্যারদের মাঝে মধ্যে বলি কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুন্নাহার জানান, উক্ত বিদ্যালয়ে ১৪০জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে ১০জন শিক্ষার্থী এবছর উপবৃত্তির টাকা পায়নি। উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আমাদের কাছে আসলেও কোন উত্তর দিতে পারিনা এমনকি আমরা কোথায় অভিযোগ করবো তাও জানিনা। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আছিয়া, তাছিম, উম্মে সালমা, হাবিবা, লিমা এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, শিক্ষকরা বলে তোমাদের নাম উপবৃত্তির তালিকায় আছে, কিন্তু আজও টাকা আসেনি। আমাদের কয়েকবার মোবাইল নাম্বার সঠিক আছে কিনা তা দেখা হয়েছে। সব ঠিক আছে কিন্তুু টাকা আসেনা।

জানা গেছে ২০০১ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর পরিবর্তন করে প্রথমে ছাত্র প্রতি মাসিক ২০ টাকা হারে এবং ২০০২ সালের জুলাই হতে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে মাথাপিচছু ১০০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। বিভিন্ন চড়াই উৎরায় পেরিয়ে ২০১৯ সালের দিকে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ‘নগদ’ মাধ্যমে প্রদান করা হয়। যে মাধ্যমে টাকা আদান প্রদানে গ্রাহক কে কোন ম্যাসেজ দেয়া হয়না।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন জানান, উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা আমাকে মৌখিক অবহিত করেছেন। আমি তাদের তালিকা করে পাঠাতে বলেছি। তালিকা পেলে বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভুপেশ রঞ্জন রায় বলেন, গত বছর মেহেরপুর জেলায় প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর উপবৃত্তিতে সমস্যা হয়েছিল। এমন অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি আমরা টাকা প্রদান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে পরে সকলেই টাকা পেয়েছিল। এ বছরের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রি বিতরণ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঈদ উপহার সামগ্রি বিতরণ করা হয়।

রুরাল রিকন্ট্রাকশন সেন্টার(সিআরসি) কর্তৃক আয়োজিত ঈদ সামগ্রি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ। এসময় সিআরসি ও বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হকসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিথ ছিলেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এবার ঈদের আগে ঈদ উপহার সামগ্রি পেয়ে খুশিতে বাড়ি ফেরেন প্রতিবন্ধী শিশু ও তার অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রি বিতরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় শিক্ষার্থীদের মাঝে স্মার্ট ট্যাব বিতরণ

দামুড়হুদায় শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভূক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৫১টি ট্যাব বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে ট্যাব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনশুমারি ও গৃহগণনা- ২০২১ প্রকল্পের ট্যাব বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজ শিক্ষার্থীদের মাঝে এই ট্যাব বিতরণ করা হচ্ছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আ: মতিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, উপজেলা পরিসংখ্যান তদন্তকারী কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, পরিসংখ্যান সহকারী আব্দুল মালেক, শ্রী সুমন কুমার দাসসহ ট্যাব বিতরণকারী ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন।

জীবননগরে প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

জীবননগর উপজেলা শহরের দৌলৎগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ২০২২ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৮জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় শিক্ষার্থীকে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌরসভা মেয়র মো. রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. জালাল উদ্দিন। উপজেলা রিসোর্স কর্মকর্তা (ইন্সট্রাক্টর) মো. আনারুল ইসলাম।

সহকারী শিক্ষা অফিসার মো. মহিউদ্দিন, মো. আবু হাসান, জীবননগর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আবুল কাশেম। সভাপতিত্ব করেন, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আ.ফ.ম সালাহ উদ্দিন কবির। সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য জহিরুল ইসলাম শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বক্তব্য রাখেন অভিভাবকদের পক্ষে জীবননগর সরকারি আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক শরিফুল ইসলাম, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আমিনুল ইসলাম তারেক। স্কুলের শ্রণি শিক্ষক যার অক্লান্ত পরিশ্রমে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছে নাসিমা খাতুন এবং বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথিরা।

প্রধান অতিথি বলেন পৌর সভার প্রধান স্কুল হিসেবে মডেল স্কুলের সৌন্দর্য বর্ধনে তিনি সহযোগিতা করে বলে আশ্বাস দেন। এসময় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী রাফিয়া তাহসিন, শাফিয়া নওশীন শামা বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গা জেলায় দুটি স্কুল ১৮ টি প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করে তন্মধ্যে দৌলৎগঞ্জ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় ট্যালেন্টপুলে ৮ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ১০ জন মোট ১৮ জন বৃত্তি পেয়েছে।

মেহেরপুরের সন্তানসহ ৭ শিক্ষার্থীদের নকশায় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ

কুয়াশার মতো ধুলা ও ইট–কংক্রিটের জঙ্গল পেরিয়ে একটু বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলো নিটার ক্যাম্পাসে পৌঁছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি ইউনিট এর অধীনে সাভারের জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটিই পরিচিত নিটার (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ) নামে।

নিটারে ‘ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং’ বিভাগটি যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। এখানে আছে প্যাটার্ন ল্যাব, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাবে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ। ফ্যাশন–সম্পর্কিত আধুনিক সফটওয়্যারের দীক্ষাও নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

নকশার পাশাপাশি প্রকৌশলের বিষয়টিও এই প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখায় গুরুত্ব পায়। তাই ফ্যাশন ও পোশাক নির্মাণের কারিগরি দিক—দুটিই মাথায় রাখেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিবছরই বিশেষ দিবস, যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, পয়লা বৈশাখ, ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে থিমভিত্তিক পোশাকের নকশা করেন শিক্ষার্থীরা। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তাঁরা পোশাক বানিয়েছেন স্বাধীনতা দিবস মাথায় রেখে। শাড়ি-পাঞ্জাবির ওপর ফুটে উঠেছে মানচিত্র, পতাকা, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নকশায় ফিউশনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নারীদের জন্য থামিও তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় এসব পোশাক নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শোর আয়োজনও করা হয়েছে। নিজ উদ্যোগে নিজেদের পোশাক পরে ফটোসেশন করছেন শিক্ষার্থীরা। যা ইতিমধ্যে পোশাক শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার থিম নিয়ে

কাজ করেছে তৃতীয় বর্ষের প্রিতুল, ৪র্থ বষের বরাত, তানভীর আদনান,অদ্বিতী সরকার, ১ বর্ষের মাহাপাড়া, রিয়া, মুশফিকাসহ ৮ জন শিক্ষার্থী এবং মডেলও হয়েছেন নিজেরাই।

এদের মাঝে স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে উপস্থাপন করেছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান বুলবুল আহমেদ সাগর বর্তমানে তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। সেই সাথে তারা ৮ জন শিক্ষার্থী মেধা ও দক্ষতা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সুনাম অর্জন করছে।

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছিতে এসএসসি ও এইচএসসি জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০২২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের “সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৩টায় কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। তিনি বলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০২২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এর জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই, আমি আরো ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল কৃতি শিক্ষার্থীদের। তোমরা আমাদের এই সোনার বাংলাদেশের আগামী দিনের চালিকাশক্তি হবে, তোমরা হবে দেশ ও জাতীর ভবিষ্যত। তোমরা শুধু মেধাবী হলেই চলবেনা তোদের সকলে ভালো মানুষ হতে হবে এই আশা রাখবো।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার, সাধারন সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, আবকাইজার নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক আবু হেনা, কুড়ুলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন, সদাবরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ, কুড়ুলগাছি দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার আঃ রহিম, সাংবাদিক আলী আজগর সোনা, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ সচিব শাহাবুবুর রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের মেম্বার ও মহিলা মেম্বারগণ, স্থানীয় সুধীজন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক বৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ সহ এলাকাবাসী।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমাদের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের মেধাবী কোন ছাত্র-ছাত্রী কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তিনি সকল ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৬ জন এবং এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আলোচনা সভা শেষে ২০২২ ইং সালের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড মেম্বার দেলোয়ার হোসেন বিপু।

জীবননগরে ৭মার্চ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগী

শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ

জীবননগর উপজেলায় ৭মার্চে উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগী শিক্ষাথীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সকাল ৮টার সময় জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্মমাল্য দেওয়া হয় এবং দুপুর ১২টার সময় জীবননগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে ঐতিহাসিক ৭মার্চ উদযাপন উপলক্ষে চিত্র অংকন, ছড়া-কবিতা ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রতিযোগীতায় ১ম ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর পৌর মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম ইশা, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ আয়েশা সুলতানা লাকী,উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ

শ্রেণির শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি কলেজ মিলনায়তনে এ ওরিয়েন্টেশন ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কমিটির আহবায়ক সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

প্রধান অতিথির বক্তবে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস,লেখাপড়া ও শিক্ষক ও গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানান।

এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহা: কাবিল উদ্দিন, রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন ধুমকেতু।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ প্রঙ্গন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে মোট ১৬টি বিভাগ রয়েছে। সকাল

হতে নতুন রুপে সাজতে শুরু চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রতিটি বিভাগ।

নবীনরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রথম ক্লাসের উদ্দেশ্যে আসে। সবার মাঝে নব ক্যাম্পাসের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে আসতেই বিশাল সুদর্শন গেইট দেখে কয়েকবার চোখ না বুলিয়ে ও ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপাটিরূপে ও কলেজে নির্ধারণ ইউনিফর্ম তো ছিল।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থী মোছাঃ সাদিয়া খাতুন বলেন, একাদশ শ্রেণির ওয়ারেন্টেশন ক্লাসে এসে আমার খুবই ভাল লাগছে। যা সারাজীবন মনে থাকার মতো। তাছাড়া শিক্ষকদের আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সুনাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমি আশা করি তোমরাও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এ সুনাম ধরে রাখবে।

তাছাড়া ওরিয়েন্টেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মতিয়ার রহমান, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান আবুল কালাম, সহযোগী অধ্যাপক আবু বক্কর, দেলোয়ার রহমান,মারুফা ইয়াছমিন, আজিম হোসেন সহ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক বৃন্দ।

পরানপুর সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে

শীতবস্ত্র বিতরন

দর্শনা পৌর বিএনপি সিনিয়ার সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেটের পরিবারের পক্ষ থেকে দর্শনা পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এসব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন হাবিবুর রহমান বুলেট,তার স্ত্রী আশরাফি খাতুন ও ছেলে মাহির আজমল। এছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে পারণপুর গ্রামের বেশকিছু দরিদ্র পরিবারের মাঝেও কম্বল বিতরণ করেন।

পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলী, আয়শা সিদ্দিকা, মাহাফুজা খাতুন, শিল্পী খাতুন। এছাড়া গ্রামের পাপ্পু, রিফাত রহমান, রাতুল ও আকাশ। হাবিবুর রহমান বুলেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রচন্ড শীতের এ আবহাওয়ার সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে আমার মত সমাজের বৃত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।